ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সামিয়া রহমান বলেছেন, ‘কোনো রকম দালিলিক প্রমাণ ছাড়া আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। আমি ন্যায়বিচার পাইনি। কোনো রাজনীতির সঙ্গে আমি জড়িত নই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছি।’

গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর আইনজীবী ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ প্রমুখ।

সামিয়া রহমান বলেন, ‘এই বিতর্কিত নিবন্ধটি আমার লেখা নয়, নিবন্ধটি প্রকাশনার জন্য আমি জমা দিইনি, রিভিউয়ারের রিপোর্ট সম্পাদনা পরিষদ থেকে আমার কাছে কখনোই পাঠানো হয়নি এবং কোনো অ্যাকসেপটেন্স লেটারও আমার কাছে পাঠানো হয়নি। নিবন্ধটি জমা দেওয়া থেকে ছাপানো পর্যন্ত আমার কোনো দালিলিক সম্পৃক্ততা তদন্ত কমিটি এবং ট্রাইব্যুনালও খুঁজে পাননি। তবে প্রভাষক সৈয়দ মাহফুজুল হক মারজান আমার কাছ থেকে মাঝেমধ্যে আইডিয়া নিতেন। অথচ প্রতিহিংসা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতির নোংরামির শিকার হলাম আমি।’

এই ষড়যন্ত্রের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কেউ কেউ এবং কিছু শিক্ষক জড়িত রয়েছেন বলে ইঙ্গিত করেন সামিয়া রহমান। তবে তাঁদের নাম না বলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে তা বের করতে সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি। শিকাগো জার্নালের যে ব্যক্তির ই-মেইলের কথা বলা হয়েছে, সেটি ভুয়া বলে দাবি করেন সামিয়া রহমান।

তিনি বলেন, ‘তদন্ত কমিটি শুরু থেকে প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করেছে। দীর্ঘ চার বছর তারা তদন্ত ঝুলিয়ে রেখেছিল। প্রতিটি মিটিংয়ের পর তদন্ত কমিটির দুই-তিনজন সদস্য সাংবাদিকদের ডেকে আমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই আমার বিরুদ্ধে রায় তাঁরা তৈরি করে রাখেন।’

সামিয়া রহমান বলেন, ‘ট্রাইবুন্যাল পর্যন্ত বলেছেন ন্যায়বিচার হয়নি। আমার বেলায় যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাঁরা এ ধরনের সুপারিশ করেননি বা রায় দেননি। তাঁরা বলেছেন, এটা প্লেজারিজম নয়। অথচ ভাইস চ্যান্সেলর গণমাধ্যমকে বলে দিলেন ট্রাইবুন্যালের সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

মন্তব্য